بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

মহানবী (সা.)-এর দানশীলতা ও ঔদার্যের মহান আদর্শের আলোকে তাঁর (সা.) উত্তম চরিত্রের চিত্তাকর্ষক বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ১৯ জুন, ২০২৬ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর দানশীলতা ও বদান্যতা সম্পর্কে কিছু রেওয়ায়েত বর্ণনা করব।

একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, **হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন**, আনসারের কতক লোক মহানবী (সা.)-এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে আর তিনি (সা.) তাদেরকে দান করেন। তারা পুনরায় চাইলে তিনি (সা.) আবার দান করেন। এরপর তারা আবার চাইলে তিনি (সা.) আবারও দান করেন, এমনকি তাঁর সম্পদ শেষ হয়ে যায়। অতঃপর **তিনি (সা.) বলেন**, আমার কাছে যে সম্পদই আসবে তা তোমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখব না আর **যে ব্যক্তি সাহায্য প্রার্থনা থেকে বিরত থাকবে আল্লাহ্ তা'লা তাকে রক্ষা করবেন এবং যে পার্থিব সম্পদ থেকে অমুখাপেক্ষী হতে চাইবে আল্লাহ্ তাকে অমুখাপেক্ষী করে রাখবেন আর যে নিজের প্রবৃত্তিকে দমন করে ধৈর্য ধারণ করবে আল্লাহ্ তা'লাও তাকে ধৈর্য দান করবেন আর ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও প্রশস্ত নিয়ামত আর কাউকে প্রদান করা হয়নি।**

হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। আমি একটি শক্তিশালী উটের ওপর আরোহিত ছিলাম যা অন্য সবার চেয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। হযরত উমর (রা.) এটিকে ধমক দিতেন এবং সামনে অগ্রসর হতে বাঁধা দিতেন। এটি দেখে মহানবী (সা.) সেই উটটিকে তার কাছ থেকে ক্রয় করতে চান। হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এটি তো আপনারই। তারপরও তিনি (সা.) সেটি ক্রয় করেন এবং বলেন, হে আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর! এখন এটি তোমার; তুমি যা ইচ্ছা করতে পারো।

হুযূর আনোয়ার বলেন, উপহার দেওয়ারও একটি নিজস্ব রীতি রয়েছে। তারপর এটিও বুঝিয়ে দিলেন যে, এটি তো একটি পশু, যদি এটি অন্যান্য উটগুলোর চেয়ে আগে এগিয়ে যায় তবে এতে কোনো অসুবিধা নেই; আর এখন তো এই উট স্বয়ং মহানবী (সা.) কিনে নিয়েছেন, অতএব এটি যদি অন্যান্য সওয়ারির চেয়ে

আগে চলেও যায়, তবুও এটাই বলা হবে যে, মহানবী (সা.) -এর উটই আগে এগিয়ে গেছে।

একটি যুদ্ধে হযরত জাবের (রা.)-এর উট ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং চলায় ধীরগতি হয়ে যায়, যার কারণে তিনি বাহিনী থেকে পেছনে পড়ে যান। মহানবী (সা.) তাঁর নিকট এলেন এবং কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। জাবের (রা.) উটের ক্লান্তির কথা উল্লেখ করলেন। মহানবী (সা.) নিজের ছড়ি দিয়ে উটটিকে টেনে নিলেন এবং বললেন যে, এখন এর ওপর সওয়ার হও। জাবের (রা.) বলেন, আমি সওয়ার হলাম এবং দেখলাম যে সেটি এত দ্রুতগামী হয়ে গেল যে মহানবী (সা.) এর সওয়ারির চেয়েও আগে যেতে লাগল, যার কারণে আমাকে সেটিকে থামাতে হচ্ছিল। এরপর মহানবী (সা.) আমার কাছে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বিয়ে করেছ? আমি আরয করলাম, জী হ্যাঁ। তিনি (সা.) বললেন, দেখ তুমি তো নিজের বাড়ি পৌঁছতেই চলেছ, যখন পৌঁছবে তখন বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতার সাথে কাজ নিও। ঘরে যেন উত্তম আচরণ বজায় থাকে। এরপর তিনি (সা.) বললেন, তুমি কি তোমার এই উটটি আমার কাছে বিক্রি করবে? আমি বললাম, জী হ্যাঁ; তখন তিনি (সা.) সেটি আমার থেকে এক উকীয়া রূপার বিনিময়ে কিনে নিলেন। এরপর মহানবী (সা.) আমার আগেই মদীনায় পৌঁছে গেলেন এবং আমি পরের দিন সকালে পৌঁছলাম। তিনি (সা.) বললেন: তোমার উটটি রেখে দাও এবং মসজিদে গিয়ে দুই রাকাত নামায আদায় করো। সেইমতো আমি ভেতরে গেলাম এবং নামায পড়লাম। হযরত বেলালকে তিনি বললেন, একে এক উকীয়া রূপা মেপে দিয়ে দাও। হযরত বেলাল ওজনে দাঁড়িপাল্লা কিছুটা ঝুঁকিয়ে দিলেন অর্থাৎ তার চেয়ে সামান্য বেশি দিলেন। এরপর আমি পিছন ফিরে চলে গেলাম। তিনি (সা.) বললেন, জাবেরকে আমার কাছে আসার জন্য ডাকো। (সে এলে) বললেন, তোমার উটটি নিয়ে নাও এবং এর মূল্যও তোমারই। জাবের (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে দেওয়া এই উপহারে এত বরকত লাভ হলো যে, উটটি হযরত ওমরের যুগ পর্যন্ত জীবিত ছিল।

মহানবী (সা.)-এর আদর্শ, তাঁর তরবিয়ত এবং রূহানী ও পবিত্র শক্তির এক গভীর প্রভাব ছিল, যা সমস্ত সাহাবীর ওপর প্রতিফলিত হতো। হযরত খাদিজা (রা.) ওপরও এই প্রভাব ছিল এবং এই কারণেই তিনি কোনো প্রকার অভাব-অনটনের ভয় না করে নিজের সমস্ত ধন-সম্পদ মহানবী (সা.)-এর চরণে সমর্পণ করেছিলেন। একটি বর্ণনায় এসেছে যে, মহানবী (সা.) হযরত খাদিজার নিকট আসলেন এবং তাঁকে কিছুটা চিন্তিত দেখাচ্ছিল। হযরত খাদিজা জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে? তিনি (সা.) বললেন: এখন দুর্ভিক্ষের সময় চলছে, আমার তোমার প্রতি সংকোচবোধ হচ্ছে যে, আমি যদি সম্পদ খরচ করি তবে তোমার সম্পদ শেষ হয়ে যাবে, আর যদি আমি খরচ না করি তবে আমি আল্লাহ্‌কে ভয় পাই যে কী জবাব দেব।

হযরত আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন, তখন হযরত খাদিজা দীনার বের করলেন এবং সেগুলোর এমন স্তূপ বানিয়ে দিলেন যে সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে আমার সামনে কে বসে আছে তা-ও আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। এরপর হযরত খাদিজা বললেন, আপনারা সাক্ষী থাকুন-এই সমস্ত সম্পদ মহানবী (সা.)-এরই; তিনি চাইলে তা খরচ করতে পারেন, আর চাইলে তা নিজের কাছে রেখে দিতে পারেন।

এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে কিছু সাহায্য চায়। তিনি (সা.) বলেন, এই মুহূর্তে আমার নিকট দেওয়ার মতো কিছু নেই। তুমি আমার নামে জিনিসপত্র ক্রয় করে নাও, যখন আমার নিকট কিছু আসবে তখন আমি এর মূল্য পরিশোধ করে দেব। হযরত উমর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি তো তাকে ইতিপূর্বেও দান করেছেন এবং যা আপনার সাধ্যাতীত, আল্লাহ্‌তা'লা আপনাকে সে বিষয়ে বাধ্য করেননি। মহানবী (সা.) হযরত উমর (রা.)-র এই কথাটি অপছন্দ করেন। তখন আনসারের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি খরচ করতে থাকুন এবং আরশের অধিপতি মহান খোদার পক্ষ থেকে দারিদ্র্য ও সংকীর্ণতার ভয় করবেন না। আনসারী সাহাবীর এই কথায় তিনি (সা.) মুচকি হাসেন এবং তাঁর পবিত্র চেহারায় আনন্দের আভা প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে। তিনি (সা.) বলেন,

আমাকে এরই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মহানবী (সা.)-এর সমীপে একজন সাহাবী (রা.) কিছু খেজুর ও কাঁকুড় উপহার হিসেবে পেশ করলেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই তাঁর (সা.) নিকট বাহরাইন থেকে সোনার অলংকারাদি এলো। আঁহযরত (সা.) সেই খেজুর ও কাঁকুড়ের বিনিময়ে এক মুঠো অলংকার (তাকে) দান করে দিলেন।

এমন কোনো ব্যক্তি যে ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যেত এবং তা পরিশোধের জন্য কোনো সম্পদ রেখে না যেত, তখন মহানবী (সা.) মুসলমানদের নির্দেশ দিতেন যে, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জানাযার নামায পড়ে নাও। তিনি (সা.) বলতেন, আমি মুসলমানদের জন্য তাদের আত্মীয়-স্বজনের চেয়েও বেশি নিকটবর্তী। অতএব, মুমিনদের মধ্যে যে কেউ মারা যায় এবং ঋণ রেখে যায়, তবে তা পরিশোধ করা আমার দায়িত্ব; আর যে সম্পদ রেখে যায়, তা তার ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারীদের।

হুযূর আনোয়ার মহানবী (সা.)- এর ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে হযরত বেলাল (রা.)-এর একটি বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করেন, যাতে আল্লাহ্ তা'লা নিজের পক্ষ থেকে এক অসাধারণ ও অলৌকিক উপায়ে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। যখন সমস্ত ঋণ পরিশোধ হয়ে গেল, তখন মহানবী (সা.) বললেন: হে বেলাল! ঋণ পরিশোধের পর যে সম্পদ উদ্বৃত্ত রয়েছে, তা গরীব-দুঃখীদের মাঝে বিলিয়ে দাও। সেই রাতটি তিনি (সা.) মসজিদেই কাটালেন এবং ঘরে গেলেন না। পরের দিন জিজ্ঞেস করার পর হযরত বেলাল (রা.) যখন জানালেন যে সমস্ত সম্পদ বিলিয়ে দেওয়া হয়েছে, তখন তিনি (সা.) আল্লাহ্‌র মহিমা ও প্রশংসা কীর্তন করলেন এবং এরপর তিনি নিজের পবিত্র সহধর্মিনীদের নিকট ফিরে গেলেন।

হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) হযরত যুবায়ের (রা.)-কে তাঁর ঘোড়া যতদূর পর্যন্ত ছুটবে, ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত জমি দান করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। ঘোড়াটি ছুটতে ছুটতে এক স্থানে গিয়ে থেমে যায়। তখন হযরত যুবায়ের (রা.) নিজের চাবুকটি ছুঁড়ে মারেন যা আরও কিছুটা দূরে গিয়ে পড়ে। মহানবী (সা.) বলেন, তাঁর চাবুকটি যতদূর পর্যন্ত গিয়েছে, তাকে ততদূর পর্যন্তই জমি দিয়ে দাও।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, মহানবী (সা.) একবার নিজের ঘরে এসে জিজ্ঞেস করেন, আমাদের ঘরে কী আছে? হযরত আয়েশা (রা.) দুটি আশরাফী (বা স্বর্ণমুদ্রা) বের করে দিয়ে বলেন, কেবল এগুলোই আছে। মহানবী (সা.) নিজের হাতের তালুর ওপর সেই আশরাফী দুটি রাখেন এবং বলেন, সেই নবীর কী অবস্থা হবে যে (মৃত্যুকালে) তাঁর পেছনে দুটি আশরাফী রেখে যাবে? অতঃপর তখনই তিনি (সা.) সেই আশরাফী দুটি বণ্টন করে দেন।

হুনাইনের যুদ্ধে ছয় হাজার বা আট হাজার দাস-দাসী, চব্বিশ হাজার উট, চল্লিশ হাজারেরও বেশি ভেড়া-ছাগল এবং চার হাজার উকীয়া (চারশত নব্বই কেজি) রূপা গনীমতের মাল বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে অর্জিত হয়েছিল। তিনি (সা.) গনীমতের মাল বণ্টনের সূচনা 'তালীফে ক্বলব' (হৃদয় জয় বা আশ্বস্ত করার উদ্দেশ্য) দিয়ে করেছিলেন। এরা আরবের বড় বড় ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং নিজ নিজ গোত্রে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি (সা.) তাঁদেরকে আপন করে নেওয়ার জন্য সম্পদ দান করেছিলেন।

তিনি (সা.) এই উপলক্ষে আবু সুফিয়ান এবং তাঁর পুত্রদের এত বিপুল পরিমাণ সম্পদ দান করেছিলেন যে, আবু সুফিয়ান অবলীলায় বলে উঠলেন: হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি অত্যন্ত দয়ালু ও মহানুভব। আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোন। আমি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি এবং আপনি কতই না উত্তম যোদ্ধা! আর আমি আপনার সাথে সন্ধি করেছি এবং আপনি কতই না চমৎকার সন্ধি স্থাপনকারী!

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, এক পর্যায়ে মহানবী (সা.)-এর কাছে প্রচুর ভেড়া-ছাগল ছিল। এক কাফের বলল, আপনার কাছে এত বিপুল পরিমাণ ভেড়া-ছাগল জমা রয়েছে যে কায়সার ও কিসরার কাছেও

এত নেই। তিনি (সা.) ঠিক সেই মুহূর্তেই তার সবটুকু তাকে দান করে দিলেন। সে তৎক্ষণাৎ ঈমান নিয়ে এলো এবং বলল যে, একজন নবী ছাড়া আর কেউ এমন মহানুভব ও অসাধারণ উদারতা প্রদর্শন করতে পারে না।

হুনাইনের যুদ্ধে একদিন এক নারী আসে এবং সে কিছু কবিতার পঙক্তি আবৃত্তি করে, যাতে বনু হাওয়াযিন গোত্রে মহানবী (সা.)-এর স্তন্যপানের দিনগুলোর স্মৃতিচারণ ছিল। তিনি (সা.) এই পঙক্তিগুলো শুনে বনু হাওয়াযিনের সমস্ত সম্পদ তাদের ফিরিয়ে দেন এবং সেই সাথে তাদের আরও এত পরিমাণ সম্পদ দান করেন যার মূল্যমান পাঁচ লক্ষ দিরহামের সমপরিমাণ ছিল।

মহানবী (সা.) এর উত্তম চরিত্রের কথা উল্লেখ করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, মহানবী (সা.) এর মধ্যে চরম মাত্রার ভারসাম্য বা পরিমিতিবোধ পাওয়া যেত; এবং প্রতিটি চরিত্রই নিজ নিজ ক্ষেত্র ও সুযোগ অনুযায়ী প্রকাশ পেত। আর এই উত্তম চরিত্রাবলীর মাঝে তাঁর (সা.) দানশীলতাও ছিল যথাস্থানে ও যথোপযুক্ত, আত্মত্যাগও ছিল যথাস্থানে ও যথোপযুক্ত এবং দয়া-দাক্ষিণ্যও ছিল যথাস্থানে ও যথোপযুক্ত।

হুযূর আনোয়ার বলেন, মহানবী (সা.) -এর শিক্ষামালা যেমন ভারসাম্যপূর্ণ ছিল, তেমনি তাঁর প্রতিটি কাজও ছিল ভারসাম্যপূর্ণ। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তাঁর জীবনচরিতের প্রতিটি দিক সম্পর্কে চিন্তা করার এবং তদনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

আল্হামদুলিল্লাহি নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar (at)

19 June May 2026

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131| www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in